*মূলশব্দঃ*
*জ্ঞান*
*দক্ষতা*
*একতা/সংহতি*
*সহযোগিতা*

# Islamic Religious Council of Singapore

## Friday Sermon

## 11 October 2024 / 8 Rabiul Akhir 1446H

# ভবিষ্যতের সমাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ، أُوصِيكُم وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

**মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লার রহমতপ্রাপ্ত উপস্থিত সুধী,**

আজকের এই দিনে আমি আমাকে এবং আপনাদের সকলকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সম্পর্কে সজাগ থাকার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আসুন, আমরা আমাদিগকে তাঁর সকল আদেশ মান্য করে এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে আমাদের বিশ্বাসকে ও আমাদের মনের ধর্মভাবের সুরক্ষা করি।

**সম্মানিত ভাইয়েরা,**

এই পৃথিবী নানা ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলায় পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের সকলের সঙ্গে একতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হলে আমাদের নিজেদেরকে জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রস্তুত করতে হবে। আর আমাদের

এই প্রচেষ্টার পর মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদের সমাজের সফলতা অর্জন ও  সেখানে একটি ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করেন। আমীন।

**উপস্থিত সুধী,**

গতসপ্তাহের খুতবায় আমরা আমাদের মুসলিম সমাজের অর্জন ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলি ছিল আমাদের গর্বের বিষয়।  আর আজ যখন আমরা আলোচনা করব ভবিষ্যত সমাজ প্রস্তুত করা নিয়ে , তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে আমাদের অর্জনগুলি কি আমাদের সমাজকে একটী সহনশীল সমাজ নির্মাণে সাহায্য করেছে?

এই সহনশীলতার স্বভাবটি গুরুত্বপূর্ণ  বিশেষ করে যখন কোন একটি ঘটনা বা বিষয়কে দুইভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে।

প্রথমতঃ ধর্মীয় জীবনের সমস্যাগুলির,

দ্বিতীয়তঃ দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে উদ্ভুত নতুন সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করা।

আসলে, **সম্মানিত ভাইয়েরা,** মুসলমান হিসাবে আমাদের একটি দূরদৃষ্টি এবং উন্নত মন থাকতে হবে। যদি আমাদের জ্ঞান, দক্ষতা থাকে এবং জীবন ও ধর্ম  সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে জানি, তবে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য নিজেদেরকে ভালভাবে প্রস্তুত করতে পারব। সুরা আল হাশরের ১৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ
لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

অর্থঃ *হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা তিনি আগামীকালের জন্য কি প্রণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন।*

মুসলমান হিসাবে, আমাদের কেবল পরকালের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করলেই চলবে না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্মিত এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে চলার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করাও আমাদের দায়িত্ব বটে।

## সম্মানিত ভাইয়েরা,

ভবিষ্যতে একটি সফল সমাজ গঠনের জন্য আমরা কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি, তার দুটো দিকের কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব;

**প্রথমতঃ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং আমাদের দক্ষতা আরো বাড়াতে হবে**

ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষালাভের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেন দিবে না? আমাদের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নিকট প্রথম যে ওহী নাজিল হয় তার প্রথম শব্দটিই ছিল ইক্রা অর্থাৎ পাঠ কর। এছাড়া, আমাদের নবীজী (সঃ) নিজেই বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যই বাধ্যতামূলক"। (ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এই কথাগুলি মাথায় রেখে এবং এই স্পৃহা অন্তরে ধারণ করে আমাদের অবশ্যই জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিরন্তর আধিপত্য অর্জন করতে হবে- হোক সেই জ্ঞান ধর্মীয়, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান বা জাগতিক দক্ষতা অর্জনমূলক জ্ঞান। আমরা এই জাগতিক জ্ঞান যতই অর্জন করি না কেন সৎ চরিত্র গঠনের ভিত্তি এবং নীতিমালাগুলির শিক্ষাদান কখনই অবহেলিত হওয়া উচিত নয়।

ইসলামিক আকীদা বুঝতে হলে এবং ইসলামিক শিক্ষাগুলির উৎসগুলিকে জানতে হলে আজকের মুসলমানদের জন্য একটি গভীর ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে

অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে নানারকম ঝঞ্ঝাটগুলির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হলে একটি মজবুত ও শুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান আমাদের সমাজকে দৃঢ় ও সহনশীল করে তুলতে পারে। এগুলোর জন্য প্রয়োজন নিজেদের নানাবিধ উন্নয়ন_ হোক তা সমাজ, অর্থনীতি, ভূ-রাজনৈতিক বা জীবনধারার প্রবণতা যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বা পরিবার গঠনে প্রভাব ফেলে। এছাড়া, পারিপার্শিক পরিবর্তনগুলি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিচ্যুতি ও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার মত কাজে প্রভাব ফেলছে।

তাছাড়া, বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা ও সেগুলি সম্পর্কে আমাদের বিশারদ হয়ে ওঠা দরকার। এগুলির মধ্যে অর্থনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি করার সামর্থ আজকের এবং ভবিষ্যতের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে আমাদের ক্ষমতা ও সহনশীলতাকে তৈরী ও মজবুত করতে সাহায্য করবে। ধর্মীয় ও জাগতিক এই দুই বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আমরা এইসব সমস্যাগুলিকে শারীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আরো সুষমভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবো।

আর এইসব দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা এই উন্নয়নগুলিকে কেবল উপভোগই করব না বরং আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলব যা সমাজের অগ্রগতি নির্মান করে ও অগ্রগতিতে অবদান রাখে যা কিনা আসলে অন্যদের নিকট অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে। আমাদের সংখ্যা যদি অনেক কমও হয় তবুও আমাদের উল্লেখযোগ্য অবদান অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেদের অবদানের সমান সমান। আরো যা প্রশংসার তা হলো, যখন উন্নয়নের এই মূল্যবোধগুলি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলনীতির আলোকে পরিচালিত হয়।

**দ্বিতীয়তঃ আগামীর একটি সফল সমাজ নির্মাণে আমাদের অন্যান্য সমাজের লোকেদের সঙ্গেও একতা ও সহযোগিতার বন্ধন আরো মজবুত করা দরকার।**

শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করার কারণেই নয়, আমাদের নবীজী (সঃ) সমাজের সকলের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। মক্কা ও মদীনায় কর্মরত পুরো সময়টিতে আমরা তাঁর আচরণে

এটা দেখতে পেয়েছি। নবীজী (সঃ) যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, সমাজের সকলের সঙ্গে একতা ও সংযোগ স্থাপন ছাড়া মানুষের উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একতা যা কি-না মানুষের আন্তরিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মানবিকতা গুণাবলীর গভীরে প্রোথিত থাকে তা নিশ্চয়ই সফলভাবে একটি মজবুত এবং কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনে  সক্ষম হবে যা থেকে উঠে আসবে সকল মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ।  এবং এই কাজে নবী করিম (সঃ) এর উম্মত হিসাবে আসুন আমরা নেতৃত্ব গ্রহণ করি যাতে আমরা অন্যদের নিকট একটি আদর্শ হয়ে উঠতে পারি।

আমাদের মহা নবী (সঃ) এর  কার্যকর্মের দৃষ্টান্তের আলোকে বলা যায় যে আমরা যদি নিজেরা  স্বার্থপর হই এবং কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ নিয়েই পরিব্যপ্ত থাকি, তবে আমাদের কোনদিন সাফল্য আসবে না আর উন্নতি ও হবে সুদূর পরাহত। তাই, আসুন আমরা আরো জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করি, ভাল সম্পর্ক নির্মান করি, সমাজে আমাদের অবদান আরো বিস্তৃত করি যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাহায্য আমাদের সকল প্রচেষ্টায় আমাদের সঙ্গে থাকে।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম, আমাদের প্রতি আপনার করুণার দৃষ্টি স্থাপন করুন। ইয়া কুদ্দুস, ইয়া সালাম, আমাদেরকে সমাজের জন্য উপকারী হবে এমন জ্ঞান দান করুন, এবং আমাদিগকে কখনও ক্ষণস্থায়ী সক্ষমতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবেন না। ইয়া জ্বাল জালালী ওয়াল ইকরাম, আমাদেরকে এই পৃথিবীতে সকল ভালো কাজের দূত হওয়ার পথ নির্দেশিকা দান করুন এবং আমাদিগকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাঁরা ইহজগতে ও পরকালে সফল। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

**أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم**

## Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.